বাংলাদেশ-জিম্বাবুয়ে ওয়ান ডে সিরিজ

ব্যবধান গড়ে দিলেন হিথ স্টিক

লিখেছেন **সাইফুল হাসান**

পারলো না বাংলাদেশ। টেস্ট মর্যাদা পাবার পর এই প্রথম সিরিজ জয়ের সুযোগ এসেছিল। কিন্তু সেটা কাজে লাগাতে ব্যর্থ হয়েছেন ব্যাটসম্যানরা। পাঁচ ম্যাচের প্রথম দুটি বৃষ্টিতে পন্ড হয়ে যায়। সিরিজ নির্ধারণীর জন্য প্রথম ম্যাচে জিতে এগিয়ে যায় বাংলাদেশ। ৫ বছর পর জয়। যে জয়ের কথা বলতে বলতে বাংলাদেশের সবার মুখে ফেনা উঠছিল, অবশেষে কঙ্ক্ষিত জয় এলো হাবিবুল বাশারের হাত ধরে। একটি মাত্র জয় বাংলাদেশ দলের চেহারা বদলে দেয়। দ্বিতীয় ম্যাচে দারুণ ফাইট করে। যদি টপ অর্ডার ব্যাটসম্যানরা ভালো করতে পারতো অথবা বোলাররা ৩০টি'র অনেক কম একস্ট্রা দিতো তবে হয়তো দ্বিতীয় ম্যাচটি জেতা অসম্ভব ছিলো না। মাত্র ১৩ রানে ম্যাচটি হেরে যায়। শেষ ম্যাচটিকে ঘিরে তৈরি হয় অন্যরকম উত্তেজনা। বাংলাদেশের সামনে সিরিজ জয়ের হাতছানি, আর জিম্বাবুয়ের ক্ষেত্রে সিরিজ বাঁচানোর। বাংলাদেশ বিশ্ব ক্রিকেটে নবীন দল, তারা এখনও শিখছে। তাদের হারানোর কিছু ছিলো না। অন্যদিকে টেস্ট নেশনগুলোর তুলনায় জিম্বাবুয়ের অবস্থান নড়বড়ে হলেও বাংলাদেশের চেয়ে তাদের অবস্থান অনেক উপরে। এই সিরিজে হাবিবুল বাশারদের হারানোর কিছু ছিলো না বরং অর্জনের ছিলো অনেক। জিম্বাবুয়ের ক্ষেত্রে শুধু সিরিজ বাঁচানো নয়, এর সঙ্গে তাদের ক্রিকেট অহমিকার প্রশ্নটিও জড়িত ছিল। যারা টেলিভিশনে খেলা দেখেছেন তারা নিশ্চয় বুঝতে পেরেছেন জিম্বাবুয়ের জন্য সিরিজ জয় কতটা গুরুত্বপূর্ণ ছিল।

খেলা মানেই এক দল হারবে, অন্য দল জিতবে। যারা জিতবে তারাও এক সময় হারবে, হারতে থাকা দলগুলো জিততে থাকবে। সুতরাং খেলা উপভোগ করো, নিজেদের খেলা সঠিকভাবে খেলে যাও।- এই হচ্ছে বাংলাদেশ ক্রিকেটারদের প্রতি কোচ ডেভ হোয়াটমোরের মেসেজ। সম্ভবত দেশের অধিকাংশ ক্রিকেটপ্রেমী হোয়াটমোরের এই দর্শনের সঙ্গে একমত। হোয়াটমোর দায়িত্ব নেবার পর ক্রিকেটারদের মধ্যে আমূল পরিবর্তন এসেছে। যদিও দল নিয়ে এখন পর্যন্ত এক্সপেরিমেন্ট চলছে। তারপরও সাম্প্রতিককালে বাংলাদেশ দলের উন্নতির গ্রাফটা উর্ধ্বমুখী।

ক্রিকেট শক্তির বিচারে জিম্বাবুয়ের অবস্থান বাংলাদেশের উপরে। সুতরাং নতুন অধিনায়ক হাবিবুল বাশার সুমনের দল যে জিম্বাবুয়েকেই প্রধান শিকারে পরিণত করতে চাইবে এটাই স্বাভাবিক। টেস্টে ভালো না করতে পারলেও ওয়ানডে নিয়ে আশার বাণী শুনিয়েছিল তারা। প্রথম ম্যাচে দলের সবার ভালো পারফর্মেন্সের কারণে অত্যাবশ্যক জয়ের দেখা পায় বাংলাদেশ। একটা জয় যে কত প্রয়োজনীয় ছিলো তা অধিনায়ক হাবিবুল বাশারের চোখে পানি দেখেই বোঝা গিয়েছিল।

একটি মাত্র জয় সিরিজের সব হিসাব-নিকাশ বদলে দেয়। মানসিকভাবে চাঙ্গা হয়ে ওঠে বাংলাদেশের ক্রিকেটার ও ক্রিকেটপ্রেমীরা। সুযোগ আসে সিরিজ জয়ের। কিন্তু এবারও অধরাই থেকে গেল তা। তাতে কি? যে আত্মবিশ্বাস আর লড়াই করার মানসিকতা অর্জন করলো, তার মূল্যও কম নয়।

প্রথম ম্যাচে অধিনায়ক ও সহ-অধিনায়ক সামনে থেকে দলকে নেতৃত্ব দেন। দু'জনই তাদের রান সংখ্যা ৫০-এর উপরে নিয়ে যান। অধিনায়ক ও বাংলাদেশের সেরা ব্যাটসম্যান হাবিবুল বাশার দলের পক্ষে সর্বোচ্চ ৬৩ রান করেন। ডেপুটি রাজিন সালেহ করেন ৫৭ রান। একটি ইনিংস। মাত্র ৩১ বলে ৫১

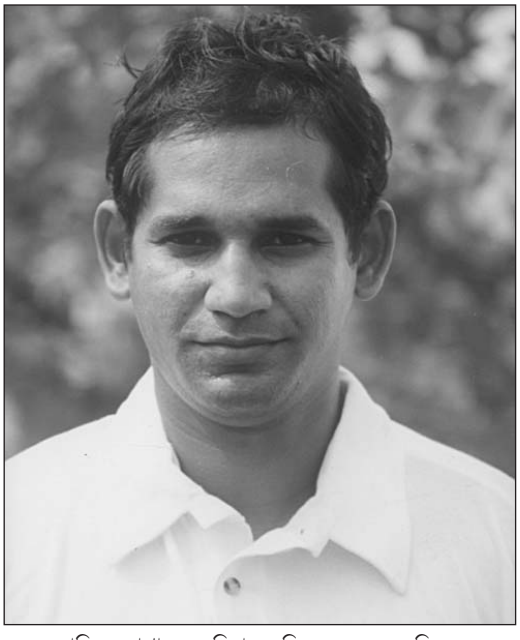

হাবিবুল বাশার : অধিনায়ক হিসেবে সফল অভিষেক

রান করে তিনি অপরাজিত থাকেন।

ফলে দলীয় রানসংখ্যা দাঁড়ায় ২৩৮। আশরাফুল এই ম্যাচে ম্যাচ সেরার পুরস্কার পান। ব্যাটসম্যানদের নৈপুণ্যের প্রতিদান দিতে বোলাররাও কার্পণ্য করেননি। মোহাম্মদ রফিক, তারেক আজিজ, বৈশ্য, মুশফিক সবাই ভালো করেন। ফিল্ডিংয়েও বাংলাদেশী ফিল্ডাররা নৈপুণ্য দেখিয়ে ক্রিকেট বোদ্ধাদের নজর কাড়েন। প্রথম ম্যাচে উদ্বোধনী জুটি যেভাবে খেলছিল, তাতে বাংলাদেশ জয় পাবে এটা কেউ স্বপ্নেও ভাবেনি। জিম্বাবুয়ের দ্বিতীয় উইকেট জুটিতে শতাধিক রান করেন। এক সময় মনে হচ্ছিল জয় অধরাই থেকে যাবে। কার্লাইল আর রজার্সের ১১৪ রানের জুটিতে ভাঙন ধরাতে সক্ষম হন মুশফিক বাবু। বাবুর বলে রজার্স অলক কাপালির হাতে ক্যাচ বানানোর পর স্বস্তি ছিলো না বাংলাদেশের। কারণ ক্রিজে তখনও ইনফর্ম ব্যাটসম্যান কার্লাইল। রফিকের বলে কার্লাইল মিড উইকেটে কাপালির হাতে ধরা পড়লে মোটামুটি ম্যাচে ফেরে বাংলাদেশ। ২১ থেকে ৪১ ওভার পর্যন্ত বাংলাদেশী বোলার-ফিল্ডাররা স্বাগতিকদের কোনো বাউন্ডারি নিতে দেননি। মোটামুটি প্রথম ম্যাচে বাংলাদেশীরা যা করতে চেয়েছেন তাই হয়েছে। এরভিন বেকে বদলি ফিল্ডার হান্নান দুর্দান্ত এক ক্যাচে আউট করলে ম্যাচের ভাগ্য বাংলাদেশের পক্ষে হেলতে থাকে।

জিম্বাবুয়ের ১৪০ রানে ৫ উইকেট পড়লে তখন তাদের প্রয়োজন ছিল ৭৮ বলে ৭৮ রান। উইকেটে তখনও হিথ স্ট্রিক। হিথ স্টিক ৩০ রানে পাইলটের তালুবন্দি হবার পর জয় মোটামুটি নিশ্চিত হয়ে যায়। একেবারে শেষ ওভারে জিততে হলে জিম্বাবুয়ের দরকার ১৩ রান। হাবিবুল বাশার সদ্য টিমে ফেরা তারেক আজিজের হাতে বল তুলে দেন। এরকম কঠিন পরিস্থিতিতে তারেক আজিজ কখনও পরিস্থিতিতে বল করেননি। বোলারের ওপর অধিনায়কের আস্থা ছিল। বল হাতে তুলে দেবার সময় অধিনায়ক তারেককে বলেন মাথা ঠান্ডা রেখে বল করতে। এতে জয় এলে আসবে না এলে কিছু করার নেই। তারেক আজিজ বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দেন। প্রথম দুই বলে ম্যাতসিক্যানিয়ারি ও হন্ডোকে বোল্ড করে বাংলাদেশের পতাকা উড়ানোর আভাস দেন তিনি। সামনে হ্যাটট্রিকের হাতছানি। কিন্তু তারচেয়েও বড় প্রয়োজন জয়। এই ওভারে মাত্র ৪ রান দিলে বাংলাদেশের জয় নিশ্চিত হয়। উল্লাসে ফেটে পড়ে বাংলাদেশ। ৪৭ ম্যাচ পর জয় এসে ধরা দেয় সম্প্রতি অধিনায়কত্ব পাওয়া সুমনের হাতে।

পরের ম্যাচে বাংলাদেশ প্রথম লিড নিয়ে খেলতে নামে। কিন্তু ভাগ্যের সহায়তা না পাওয়া আর টপ অর্ডারের ব্যর্থতাই ম্যাচ থেকে ছিটকে ফেলে বাংলাদেশকে। দ্বিতীয় ম্যাচে বোলাররা দারুণ বল করলেও হিথ স্ট্রিক ও ব্লিগনট বাংলাদেশের বোলারদের সামনে বাধা হয়ে দাঁড়ান। ৪৬ রানে ৪ উইকেট পড়ার পরও এই দু'জনের কল্যাণে জিম্বাবুয়ের মোট সংগ্রহ ২৪২-এ দাঁড়ায়। টপ অর্ডারে ব্যর্থতার পরও লোয়ার অর্ডারের দারুণ পারফর্মেন্স এক সময় জয়ের স্বপ্ন দেখতে থাকে বাংলাদেশ। কিন্তু রফিকের রান আউটের মধ্য দিয়ে বাংলাদেশের ম্যাচ জয়ের স্বপ্নও শেষ হয়ে যায়।

সিরিজ নির্ধারণী তৃতীয় ম্যাচে টসে জিতে হাবিবুল ব্যাট করার সিদ্ধান্ত নেন। কিন্তু বাংলাদেশী একাদশের তালিকা দেখে সকলেই অবাক হন। কারণ দলের সেরা বোলার মোহাম্মদ রফিক নেই। আরেকটি চমক ছিল ওপেনিং জুটিতে। হঠাৎ করেই অলক কাপালির পরিবর্তে হান্নানের সঙ্গে ওপেন করতে আসে মানজারুল হক রানা। টিম ম্যানেজমেন্টের এই সিদ্ধান্তে সবাই অবাক হন। কারণ পৃথিবীর আর কোনো দলেই ওপেনিং জুটি নিয়ে এতো পরীক্ষা-নিরীক্ষা হয়নি। যা হোক হান্নান ও মানজারুল দারুণ সূচনা করেন। ওপেনিং জুটিতে শতাধিক রান

প্রথম ম্যাচে দলের সবার ভালো পারফর্মেন্সের কারণে অত্যাবশ্যক জয়ের দেখা পায় বাংলাদেশ। একটা জয় যে কত প্রয়োজনীয় ছিলো তা অধিনায়ক হাবিবুল বাশারের চোখে পানি দেখেই বোঝা গিয়েছিল

কারণ এ দু'জন। এক সময় মনে হচ্ছিল রান ২৫০-এ দাড়াবে। হান্নান আউট হওয়ার পর পুরো ব্যাটিং অর্ডারেই পরিবর্তন আনা হয়। ওয়ান ডাউনে হাবিবুল বাশারের জায়গায় আসেন মোহাম্মদ আশরাফুল। এক বল পরেই টাইবুর দুর্দান্ত এক ক্যাচে পরিণত হন তিনি। ২ নম্বরে সহ-অধিনায়ক রাজিন সালেহ এসে মানজারুলের সঙ্গে দারুণ খেলতে থাকেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যজনকভাবে রানআউট হন রাজিন।

তারপরই শুরু হয় ব্যাটসম্যানদের আসা-যাওয়া। এর জন্য উইকেটও অবশ্য দায়ী। বল-ব্যাটে আসছিলো না। দেখেশুনে সিঙ্গেলসের ওপর খেলাটাই ছিল বুদ্ধিমানের কাজ। আশরাফুল, অলক, মুশফিকরা সবাই একইভাবে আউট হন।

গ্রান্ট ফ্লাওয়ার ও প্রাইস খুব উঁচুমাপের বোলার না হলেও উইকেটের সহায়তায় তারা মূর্তিমান আতঙ্কে পরিণত হন। স্পিনে উপমহাদেশের ব্যাটসম্যানরা স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করলেও হারারের উইকেটে ব্যাটসম্যানদের সত্যিই অসহায় মনে হচ্ছিল। আশরাফুল বাদে প্রত্যেকেই শট খেলতে গিয়ে উইকেট কিপারের হাতে ধরা পড়েন। বাংলাদেশের ব্যাটসম্যানরা শুধু সিঙ্গেলসের ওপর খেললেও রান ২৩০ হতো। রান ২০০-র ওপরে হলে ম্যাচের ফলাফল কি হতো বলা কঠিন। দারুণ সূচনা হলেও ১৮৩ রানে অলআউট হয়ে যায় বাংলাদেশ। ওপেনিং জুটিতে গ্রান্ট ফ্লাওয়ার ও রজার্স দারুণ সূচনা করেন। প্রথম ব্রেক থ্রু এনে দেন তারিক আজিজ। এরপর খালেদ মাহমুদ হঠাৎ করেই ভয়ঙ্কর হয়ে ওঠেন। পর পর ৪ উইকেট নিয়ে তিনি জিম্বাবুয়ের শিবিরে ভয় ধরিয়ে দেন। বাংলাদেশের পক্ষে এ যাবৎকালের সেরা বোলিং ফিগারও তার। ১০ ওভারে ১৯ রান দিয়ে ৪ উইকেট অর্জন করেন তিনি। আবারও বাংলাদেশ জয়ের মাঝখানে বাধা হয়ে দাঁড়ান হিথ স্ট্রিক। এক পর্যায়ে জিম্বাবুয়ের ৪ উইকেটে ৪৫ রানের প্রয়োজন ছিল। সে সময় ডিলন ইব্রাহিমকে রান আউট করেন তারিক আজিজ। ম্যাচে দারুণ উত্তেজনা। এ সময় বাংলাদেশ শিবিরে রফিকের অভাব পরিলক্ষিত হয়। সর্বাত্মক চেষ্টা করার পরও হিথ স্ট্রিককে অতিক্রম করতে পারেননি বাংলাদেশের বোলাররা। বলা যায়, হিথ স্ট্রিকের কাছেই হার মানে বাংলাদেশ। ফলে সিরিজ জয়ের কাছাকাছি এসেও কাপ অধরাই থেকে যায় বাংলাদেশের।

বাংলাদেশের টিমে দুর্বলতা অনেক। নো বলে রানআউট হয়েছেন মুশফিক বাবু। সবচেয়ে বড় দুর্বলতা লক্ষ্য করা যায় সিঙ্গেলসের ক্ষেত্রে। দুই রান হয় এমন অনেক ক্ষেত্রেই দেখা গেছে বাংলাদেশ এক রান নিয়ে সন্তুষ্ট থেকেছে। এভাবে প্রায় ২০ রান কম হয়েছে। আবার অনেক ক্ষেত্রেই ঝুঁকিপূর্ণ রান নিতে দেখা গেছে। সম্ভবত ডেভ হোয়াটমোরও বিষয়গুলো লক্ষ্য করেছেন। একটি গুরুত্বপূর্ণ ম্যাচের আগে মোহাম্মদ রফিক অধিনায়ক ও সহ-খেলোয়াড়দের সঙ্গে যে আচরণ করেছেন সেটা কোনোভাবেই কাম্য নয়। মানজারুল জীবনের সব সময়ই রফিককে পাবেন টিপস নেবার জন্য। অভিজ্ঞতায় এগিয়ে থাকা কারো কাছ থেকে টিপস নিয়ে যদি দলের উপকার হয় তাহলে অসুবিধা কোথায়! রফিক যদি সত্যিই অন্যায় আচরণ করে থাকেন তবে ম্যানেজমেন্টের সিদ্ধান্ত সঠিক। রফিক খেললে হয়তো বাংলাদেশ জিততো; সেটা আনন্দের, গর্বের হতো সন্দেহ নেই। কিন্তু অন্যায় করার পরও টিমে কেউ জায়গা পেলে সেটা দলের জন্য ক্ষতিকরই হতো। হোয়াটমোর এক্সপেরিমেন্ট চালাতে চালাতে টিমকে একটা শক্ত কাঠামোর ওপর দাঁড় করিয়ে দেবেন সেটা সবাই বিশ্বাস করেন। পাকিস্তানের বিরুদ্ধে সিরিজটি বাংলাদেশ দলকে বদলে দেয়। পরাজিত হলেও লড়াকু মানসিকতার বীজ রোপন হবে দলে।

হিথ স্ট্রিক বিশ্বমানের অলরাউন্ডার। সবগুলো খেলার বিচারে দেখা যায় বাংলাদেশ জিম্বাবুয়ের কাছে নয়, এই অলরাউন্ডারের কাছে মাথানত করেছে। এই পরাজয়ে লজ্জা নেই। অনেক দিন পর আমরা ম্যাচ জিতেছি। দুটো ক্লোজ ম্যাচ খেলেছি। আজ জয় আসেনি। কিন্তু একদিন বা কাল, পরশু প্রতিদিন জিততে থাকবো।